

৯৯ - سورة الزلزلة، مَدَنِيَّةٌ  
(আয়াত ৮, রুকু ১)

### সূরা যিলযালাহর ফাযীলাত

জামে' তিরমিযীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে পাঠ করা শিখিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : ﴿أَمْ﴾ যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ কর।' লোকটি বলল : 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার দুর্বল হয়ে গেছে এবং জিহ্বা মোটা হয়ে গেছে (সুতরাং এই সূরাগুলি পাঠ করা আমার পক্ষে কঠিন)।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'আচ্ছা, তাহলে ﴿حَم﴾ যুক্ত সূরাগুলি পাঠ কর।' লোকটি পুনরায় একই ওয়র পেশ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : "তাহলে يُسَبِّحُ বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ কর।' লোকটি ঐ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল এবং বলল : আমাকে একটি সহজ পাঠ্য সূরার সবক দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে إِذَا এই সূরাটিই পাঠ করালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাঠ করা শেষ করলেন তখন লোকটি বলল : 'আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু করবনা।' এ কথা বলে লোকটি পিছন ফিরে চলে গেল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে, এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে।'

তারপর তিনি বললেন : 'তাকে আবার একটু ডেকে নিয়ে এসো।' লোকটিকে ডেনে আনা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : আমাকে ঈদুল আযহার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিনকে

আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মাতের জন্য উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।’ এ কথা শুনে লোকটি বলল : ‘যদি আমার কাছে কুরবানীর পশু না থাকে এবং কেহ আমাকে দুধ পানের জন্য একটা উষ্ট্রী উপঢৌকন দেয় তাহলে কি আমি ঐ উষ্ট্রীটি যবাহ করব?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘না, না। (এ কাজ করনা) বরং চুল ছেটে নাও, নখ কেটে নাও, গোঁফ ছোট কর এবং নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার কর, এ কাজই আল্লাহর কাছে তোমার জন্য পুরোপুরি কুরবানী রূপে গণ্য হবে।’ (আহমাদ ২/১৬৯) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/১১৯ ও ১৬/৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,	۱. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
(২) এবং পৃথিবী যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে,	۲. وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
(৩) এবং মানুষ বলবে : এর কি হল?	۳. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
(৪) সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।	۴. يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا
(৫) তোমার রাব্ব তাকে আদেশ করবেন।	۵. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا
(৬) সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।	۶. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
(৭) কেহ অণু পরিমাণ সং কাজ করলে তাও দেখতে	۷. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

পাবে।	خَيْرًا يَرَهُ
(৮) এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।	۸. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

## বিচার দিবসে পৃথিবী এবং ওর মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : যমীনকে যখন ভীষণ কম্পনে কম্পিত করা হবে তখন এর ভিতরের সমস্ত মৃতকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯২) যেমন অন্যত্র রয়েছে :

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْفَوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زِلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে; (জেনে রেখ) কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ১) আর এক জায়গায় রয়েছে :

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৩-৪)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যমীন তার কলিজার টুকরাগুলিকে (অর্থাৎ ওর ভিতরের সবকিছু) উগরে দিবে এবং বাইরে নিক্ষেপ করবে। স্বর্ণ ও রৌপ্য স্তম্ভের মত বাইরে বেরিয়ে পড়বে। হত্যাকারী সে সব দেখে বলবে : হায়! আমি এই ধন সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছিলাম, অথচ আজ ওগুলো এভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে!’ আত্মীয়-স্বজনের

প্রতি সম্পর্ক ছিন্কারী দুঃখ করে বলবে : ‘হায়! এই ধন সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি!’ চোর বলবে : ‘হায়! এই ধন-সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছিল!’ অতঃপর তারা ওগুলো ফেলে চলে যাবে, তারা কেহই ওগুলো হতে কিছুই গ্রহণ করবেনা।’ (মুসলিম ১০১৩)

মানুষ বলবে : এর কি হল? যমীন ও আসমান সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। ঐ দৃশ্য সবাই দেখবে এবং সবাইকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে। মোট কথা, সেই ধন সম্পদ এমনভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে যে, ওগুলির প্রতি কেহ চোখ তুলেও চাবেনা। মানুষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেদিকে তাকিয়ে বলবে : হায়! এগুলির তো নড়া-চড়া করার কোন শক্তি ছিলনা। এগুলি তো স্তব্ধ-নিথর হয়ে পড়ে থাকত। আজ এগুলির কি হল যে, এমন থরথর করে কাঁপছে! পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মৃতদেহ যমীন বের করে দিবে। যমীন খোলাখুলি ও সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি তার উপর অমুক অমুক নাফরমানী করেছে। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** এই আয়াতটি পাঠ করে বললেন : ‘যমীনের বৃত্তান্ত কি তা কি তোমরা জান?’ সাহাবীগণ উত্তরে বললেন : ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

‘আদম সন্তান যে সব আমল যমীনে করেছে তার সব কিছু যমীন এভাবে প্রকাশ করে দিবে, যে অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় এই এই পাপ ও এই এই সৎ কাজ করেছে।’ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) একে মুনকার বলেছেন। (আহমাদ ২/৩৭৪, তিরমিযী ৯/২৮৫, নাসাঈ ১১৬৯৩)

অতঃপর বলা হয়েছে **بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا** অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যমীনকে অনুমতি দিবেন। শাবীব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে

বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** এর অর্থ হচ্ছে দিবসকে তার প্রভু কথা বলতে আদেশ করবেন। তখন সে কথা বলবে। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯২) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, বিচার কার্য শেষ হওয়ার পর লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ প্রকার ভেদ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হবে। যেমন জান্নাতী ও জাহান্নামী, সৌভাগ্যবান এবং হতভাগা। সুদী (রহঃ) বলেন, **أَشْتَاتًا** ‘আশাতাত’ অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন দল। (দুররুল মানসুর ৮/৫৯৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন **لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ** অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তারা যে ভাল অথবা খারাপ আমল করেছে সেই অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

### ছোট-বড় প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেয়া হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ** ‘কেহ অনু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অনু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।’ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঘোড়ার মালিকরা তিন প্রকারের। এক প্রকার হল তারা যারা পুরস্কার ও পারিশ্রমিক লাভকারী। দ্বিতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া রক্ষাবুহ্য। তৃতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া বোঝা স্বরূপ অর্থাৎ তারা পাপী। পুরস্কার বা পারিশ্রমিক লাভকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে। এ লক্ষ্যে যদি ঐ ঘোড়া সারা জীবন চারণ ভূমিতে অথবা বাগানে বিচরণ করে তাহলে এ জন্যও মালিক সাওয়াব লাভ করবে। যদি ঘোড়ার রশি ছিঁড়ে যায় এবং ঐ ঘোড়াটি এদিক ওদিক চলে যায় তাহলে তার পদচিহ্ন এবং মল মূত্রের জন্যও মালিক সাওয়াব লাভ করবে। মালিকের পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও ঘোড়া যদি অন্যের কোন জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করে তাহলে ঐ মালিকও সাওয়াব পাবে। এই ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুরোপুরি সাওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম। দ্বিতীয় হল ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ং

সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ঘোড়া পালন করেছে, যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যের কাছে ঘোড়া চাইতে না হয়, কিন্তু সে আল্লাহর অধিকারের কথা নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের সাওয়ারীর ক্ষেত্রেও বিস্মৃত হয়না। এই সাওয়ারী ঐ ব্যক্তির জন্য (জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার) ঢাল স্বরূপ। আর তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অহংকার এবং গর্বের কারণে এবং অন্যদের উপর যুল্ম বা অত্যাচার করার উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে, এই পালন তার উপর একটা বোঝা স্বরূপ এবং তার জন্য পাপ স্বরূপ।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তখন জিজ্ঞেস করা হল : ‘গাধা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রতি তাদের ব্যাপারে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্র সাওয়াব এবং বিন্দুমাত্র পাপও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫৯৮, মুসলিম ২/৬৮০)

আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘অর্ধেক খেজুর সাদাকাহ করার মাধ্যমে হলেও এবং একটি ভাল কথার মাধ্যমে হলেও আগুন হতে আত্মরক্ষা কর।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৩২) একইভাবে অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে :

‘সাওয়াবের কাজকে কখনো হালকা মনে করনা, তা যদি নিজের বালতি দিয়ে পানি তুলে কোন পিপাসার্তকে পান করানো অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা করাও হয়, তাও সাওয়াবের কাজ বলে মনে করবে।’ (মুসলিম ৪/২০২৬)

অন্য একটি সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে : ‘হে মু‘মিনাদের দল! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের পাঠানো উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে করনা, যদিও তারা মেঘের পায়ের গোড়ালীও (খুর) পাঠায়।’ (ফাতহুল বারী ১০/৪৫৯) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে : ‘ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দাও, আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও দাও।’ (আহমাদ ৫/৩৮১)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘হে আয়িশা! পাপকে কখনো তুচ্ছ মনে করনা।

মনে রেখ, আল্লাহ তারও হিসাব নিবেন।’ (আহমাদ ৬/১৫১, ইব্ন মাজাহ ৪২৪৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘পাপকে হালকা মনে করনা। সব পাপ একত্রিত হয়ে ধ্বংস করে দেয়।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব পাপের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেন : ‘যেমন কিছু লোক কোন জায়গায় অবতরণ করল। তারপর তাদের নেতা প্রত্যেককে একটি করে কাঠ কুড়িয়ে জমা করতে বললে এতে কাঠের একটা স্তূপ হয়ে গেল। তারপর ঐ কাঠে অগ্নি সংযোগ করা হল এবং তাতে তারা যা ইচ্ছা করল তা নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেলল।’ (আহমাদ ১/৪০২)

সূরা যিলযালাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।